কেবলমাত্র সভ্যদের জন্য

ছাত্রফেডারেশন বুলেটিন

নবপর্য্যায় ৩য় সংখ্যা]　　দাম : দুই আনা　　[৫ই এপ্রিল, ৪৯

শিক্ষাক্ষেত্রে 'কালাকানুন' ধ্বংস হোক

গত একমাস ধরে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকার ছাত্রসমাজ, তার আন্দোলন ও তার সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। শুধু মাত্র গ্রেপ্তারী পরোয়ানাই জারী হয়েছে শতাধিক ছ'ত্রছাত্রীর উপর। কলকাতা সহরে বাচ্চা স্কুলের ছাত্র, কয়েকজন ছাত্রী ও কলকাতা ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক নৃপেন ব্যানার্জী সহ প্রায় ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে গত এক সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার তরুণ ছাত্রকর্ম্মী মিহিরকে কোমরে দড়ি বেঁধে পিছমোড়া করে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আরো ২০ জনের বাড়ী খানা-তল্লাসী হয়েছে, তা'ছাড়া গোটা চারেক ছাত্রাবাসের প্রত্যেক ঘরে ঢুকে সার্চ চলেছে।

যাদবপুর কলেজে স্থানীয় পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর এসে ১২ জন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীর খোঁজ করে গেছে। নৈহাটীতে ছাত্রীরা স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে ও মাইনে কমানর দাবীতে ধর্মঘট করলে ২ জন ছাত্রী সহ নৈহাটীর অসংখ্য ছাত্রকর্মীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। কৃষ্ণনগরে ৯ জন ছাত্রকর্মীকে মার্চের প্রথম সপ্তাহে একদিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

বাঁকুড়ার সংবাদ দাতার চিঠিতে জানা যায় যে মাইনে কমানোর আন্দোলন করার জন্য ২রা মার্চ্চ ৪।৫ জন ছাত্রকর্মী ও কলেজের একজন প্রগতিশীল অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন ছাত্রনেতাকে না পেয়ে তার ছোট ভাইকে ধরে নিয়ে চলে গেছে। এমনি ধরণের আরো বহু জায়গায় সাধারণ ছাত্রছাত্রী থেকে আরম্ভ করে ছাত্র ফেডারেশনের নেতা পর্যন্ত অসংখ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আক্রমণ কিন্তু এইখানেই থেমে নেই। প্রত্যেক স্কুল কলেজে ১৯৩৭ থেকে ৪০ সাল পর্যন্ত কঠোর সংগ্রাম করে ছাত্রসমাজ সভা ধর্ম্মঘট প্রভৃতি করার যে গণতান্ত্রিক অধিকার ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে আদায় করে ছিল, তার প্রত্যেকটীর উপর কংগ্রেসী সরকার আক্রমণ সুরু করেছে। যেমন, প্রত্যেক স্কুলে কলেজে ধর্মঘটে অংশ নেবার "অপরাধে" ছাত্রদের বিতাড়নের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি লেখা হচ্ছে যে তাঁরা যেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের সামলে রাখেন। যেমন, শাহপুর হরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠের হেডমাষ্টার জনৈক ছাত্রকর্মীর বাবাকে লিখেছেন : "আপনার ছেলে ধর্ম্মঘট প্রভৃতি প্ররোচনামূলক কাজ করছে। হয় তাকে এ কাজ বন্ধ করতে বলুন নয় তাকে স্কুল ছাড়তে হবে।" এই ধরণের অন্ততঃ শ' খানেক চিঠি বিভিন্ন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ লিখেছেন।

পোষ্টার দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বহু স্কুল ও কলেজে একজন করে বিশেষ দ্বারোয়ান রাখা হচ্ছে যার একমাত্র কাজ অনবরত পোষ্টার ছেঁড়া। ২৩শে মার্চ্চের ধর্ম্মঘটের পর তো মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকেই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেল। শোনা গেল তাঁকে নাকি প্রধান মন্ত্রী নিজে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, মেডিকেল কলেজে ধর্মঘটের ডাক দিয়ে পোষ্টার মারা বন্ধ কর।

আর, জি, কর ছাত্রাবাসে, তাদের ঘরে ছাত্রফেডারেশনের মুখপত্র রাখার "অপরাধে" ৪ জন ছত্রকর্মিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হষ্টেল ছাড়বার হুকুম জারী করা হয়েছে। বিভিন্ন কলেজে ও স্কুলে "সভা করা চলবেনা" বলে খোলাখুলি ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। স্কটীশ ও সিটি কলেজে অধ্যক্ষরা নিজেরা ধর্মঘট ও পিকেট—লাইন ভাঙ্গার ব্যাপারে নেতৃত্ব

নিয়েছেন। এই দু' জায়গার অধ্যক্ষই ছাত্র-কর্মীদের গ্রেপ্তার করবার অনুরোধ জানিয়ে পুলিশে খবর দেন ও বিদ্যালয়ের পবিত্র গণতান্ত্রিক অধিকার পায়ে মাড়িয়ে পুলিশ কলেজের ভিতর ঢোকে।

শুধু তাতেও ছাত্র আন্দোলনকে থামাতে পারা যাবে কিনা নিশ্চিত হ'তে না পেরে, সরকার ও তার আজ্ঞাবাহী গোলাম এই সমস্ত হেডমাষ্টার ও অধ্যক্ষের দল ধর্মঘট ভাঙার জন্য পাকা ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতিতে গুণ্ডাবাহিনীর সাহায্য নিচ্ছেন।

১৯শে ফেব্রুয়ারীর মাইনে কমাবার দাবীতে স্কুল ছাত্রদের সাধারণ ধর্মঘটের দিন বৌবাজার স্কুলে ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর পাড়ার আধা-সরকারী গুণ্ডা-বাহিনী বোমা ছুঁড়ে মারে। ২৩শে মার্চ্চ পদ্মপুকুর স্কুলের ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর গুণ্ডারা এসে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। এই গুণ্ডা আক্রমণটা একটা প্রাত্যহিক ব্যাপারেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

তথাকথিত বামপন্থী ছাত্রনেতাদের ভূমিকাও কি পরিমান ছাত্র-বিরোধী তাও পরিষ্কার বেরিয়ে এসেছে। সমাজতন্ত্রী থেকে ফরোয়ার্ড ব্লক পর্যন্ত কেউ এই সব দমননীতির বিরুদ্ধে অথবা ছাত্রদের মাইনে বাড়ানর প্রতিবাদে কোন ধর্মঘট সংগ্রাম তো করছেইনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সোজাসুজি ধর্মঘট ভাঙ্গা সরকারী দালালের কাজ করছে। মুর্শিদাবাদে ৮ই মার্চ্চ আর, এস, পি-র ছাত্রনেতারা প্রত্যেক স্কুলের গেটে গিয়ে ছাত্র ফেডারেশনের ডাকা ধর্মঘটের বিরোধিতা করে—বলে যে, ১৯শে তারা মার্চ সর্বদলীয় ছাত্র সাধারণ ধর্মঘট ডাকছে, সেদিন যেন ছাত্ররা যোগ দেয়। ছাত্ররা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়ে। বিশ্বাসঘাতক আর, এস, পি—ছাত্রনেতারা অবশ্য ১৯শে মার্চ্চ ভুলেও ধর্মঘটের আহ্বান দেন নি। ছাত্ররা তাই ইতিমধ্যেই বলতে সুরু করেছে যে ছাত্র কংগ্রেসের নেতারা মাইনে কমার ধর্মঘট ভেঙ্গে ধনী কংগ্রেসী সরকারের ভলান্টিয়ারের কাজ করছেন। কলকাতার সমাজতন্ত্রী ছাত্রনেতারা তো আর এক কদম এগিয়ে সোজাসুজি পুলিশ স্পাই-এর কাজ করছে। আর, জি, কর ও মেডিকেল কলেজে তারাই ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের পুলিশের কাছে চিনিয়ে দিচ্ছে। তারাই ১৩শে মার্চ্চ ধর্ম্মঘটী স্কটীশ ছাত্রীদের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে কলেজে ঢুকেছেন।

এমনি ভাবেই সরকার, তার পুলিশ গোয়েন্দা, স্কুল কলেজের ক্রীতদাস কর্ত্তৃপক্ষ, আধা সরকারী গুণ্ডাবাহিনী ও বিশ্বাসঘাতক সমাজতন্ত্রী-আর এস পি প্রভৃতি ছাত্র-নেতারা একজোট হয়ে ছাত্র আন্দোলনের উপর গ্রেপ্তার বিতাড়ন, ও লাঠিগুলি আক্রমন আরম্ভ করেছে। পোষ্টার মারার অধিকার কেড়ে নিয়ে, সভা সমিতি ধর্ম্মঘট করা বে-আইনী করে আর জঙ্গী ছাত্র ছাত্রী, বিশেষতঃ ছাত্র ফেডারেশনের অগ্রণী কর্মীদের গ্রেপ্তার করে সরকার স্কুল কলেজগুলিকে জেলখানায় পরিণত করতে চায়। এই আক্রমনের এই সোজা অর্থ।

তার কারণ বোঝাও কঠিন নয়। মজুর আর মধ্যবিত্ত কেরানী হাজারে হাজারে ছাঁটাই করে তরুণ সমাজের ভবিষ্যত এ সরকার বহু দিন থেকেই অন্ধকার করে রেখেছে। তার উপর ছাত্রদের মাইনে বাড়ীয়ে এরা হাজার হাজার ছাত্র ছাত্রীকে স্কুল কলেজ থেকে সোজাসুজি তাড়িয়ে দিচ্ছে—তাদের অশিক্ষিত বেকারের মিছিলে যোগ দিতে বাধ্য করছে। সমস্ত ছেলে মেয়ের—তারা যত গরীবই হোক না কেন—শিক্ষা পাবার যে অধিকার তা এই ধনিক জমিদার গোষ্ঠীর মুখপত্র নেহরু সরকার মানতে পারে না। মানলে মালিকদের মুনাফা কেটে শিক্ষার টাকা জোগাতে হয়। তা এরা কিছুতেই করবে না।

কিন্তু সরকার এ কথাও স্পষ্ট জানে যে শ্রমিক শ্রেণী যেমন তাদের মাইনে কাটার আর ছাঁটাই-এর আক্রমনকে কিছুতেই মেনে নেবে না, নেয়নিও, ঠিক তেমনই সংগ্রামী ছাত্র সমাজও ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে স্কুল কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার আক্রমনকে কিছুতেই মেনে নেবেনা, তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভে তারা ফেটে পড়বেই।

তাই তারই বিরুদ্ধে প্রস্তুতি স্বরূপ চলছে সরকারের যুদ্ধ ছাত্র সমাজ ও ছাত্র আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ছাত্রদের কাছে এটা জীবন মরণের সংগ্রাম। নিজেদের শিক্ষা পাবার ও ছাত্র আন্দোলনকে ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের হাতে চূর্ণ হ'বার বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়াতেই হবে—আজই, এখনই।

ছাত্রসমাজের মনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমে রয়েছে। তারই প্রকাশ দেখি ২৪ পরগনার বুড়ানের ছাত্রদের মধ্যে, যখন তারা মন্ত্রী বিমল সিংহের মুখে উপর পুরস্কার বিতরনীর দিন বই ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এসে বলে, খুনী সরকারের প্রতিনিধির কাছে থেকে আমরা পুরস্কার নিতে ঘৃনা বোধ করি। তারই পরিচয় দেখি হাওড়ার এম, এস, পি, সি, স্কুলের ছাত্রদের সর্বাত্মক ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে দমননীতিকে পরাজিত করার ভিতরে। তারই পরিচয় দিয়েছে কলকাতার ১০টী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী, যারা ২৩শে মার্চ্চ সরকার, গুণ্ডা, সমাজতন্ত্রী দালাল ও হেডমাষ্টারদের সম্মিলিত জুলুমের ফ্রন্টকে ভেঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে সাধারণ ধর্মঘটে আর জঙ্গী মিছিলে রাস্তায় সামিল হয়েছিল। এই পথেই প্রত্যেক স্কুল কলেজের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীকে পা বাড়াতে হবে। দমননীতির প্রত্যেকটি আঘাতের বিরুদ্ধে তখনই রুখে দাঁড়াতে হ'বে, সভা করে ধর্মঘট করে, মিছিল করে, স্থানীয় ভাবে তখনই তার জবাব দিতে হবে। "স্কুল কলেজকে জেলখানায় পরিণত করা চলবে না" এই রণধ্বনি তুলে প্রত্যেক স্কুলে কলেজে অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের মাইনে কমানর ও পোষ্টার মারা, সভা ধর্মঘট করার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবীতে কনভেনশন করতে হ'বে—ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকে প্রতি পদে রুখে দাঁড়াবার ও পরাজিত করবার জন্য সেই সব কনভেনশন বা সাধারণ সভা থেকে সব চেয়ে জঙ্গী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সংগ্রাম কমিটি গঠন করতে হ'বে, যাদের কাজ হ'বে এই অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

আজ থেকেই যদি পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক স্কুলে কলেজে ছাত্র আন্দোলন ও তার অগ্রণী বাহিনী ছাত্র ফেডারেশনের উপর প্রত্যেকটি আক্রমণের জবাবে সমস্ত সাধারণ ছাত্র ছাত্রী বার বার রুখে দাঁড়ায়, সভা, ধর্মঘট ও মিছিলের পথ গ্রহণ করে, তবে স্কুল কলেজকে জেলখানায় পরিণত করার, বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনকে চূর্ণ করার সরকারী চক্রান্ত আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারব। তারই নির্ভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে ১৮ ও ১৯শে জানুয়ারীর কলকাতার ছাত্রদের সংগ্রাম। সেই অপরাজেয় শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সর্বাত্মক প্রতিরোধের পথে সমস্ত সংগ্রামী ছাত্র ছাত্রী আজই এগিয়ে চলুন।

নৃপেন ব্যানার্জ্জির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে

গত ১৮ই মার্চ্চ পশ্চিম বঙ্গ সরকার কলিকাতা সিটি ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক কমরেড নৃপেন ব্যানার্জ্জীকে গ্রেপ্তার করেছেন। গ্রেপ্তার করার কারণ হচ্ছে: ১৮ই আর ১৯শে জানুয়ারী কলিকাতায় ছাত্র সমাজ যখন কংগ্রেসী সরকারের "খুনের অভিযানকে" রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন নৃপেন ছিলেন সেই নির্ভীক প্রতিরোধ বাহিনীর অন্যতম বিশ্বস্ত নেতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাসঙ্কোচ নীতির বিরুদ্ধে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় হাজার হাজার স্কুল ছাত্র ধর্মঘট করে যখন সরকারকে জানিয়েছিলেন তাঁরা এ সরকারী দুর্নীতিকে বরদাস্ত করেন না তখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে নৃপেন ছিলেন সেই লড়াইয়ের সামনে। তাই ছাত্রফেডারেশনের সম্পাদক নৃপেনের উপর এত আক্রোশ। আমরা আরও জানতে পারলাম যে কমরেড নৃপেনকে লর্ড সিংহ রোডের এস, বি অফিসারদের কাছে প্রতিদিন এনে নানা ধরণের আজে বাজে প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করা হচ্ছে এবং বর্ত্তমানে তাঁকে লালবাজার পুলিস থানা হাজতে রাখা হয়েছে।

আমরা জানি আক্রমন শুধু নৃপেনের উপরে নয়। স্কুল থেকে বিতরণ করে, বিতরণের হুমকি দিকে, বাড়ী সার্চ্চ করে, গ্রেপ্তার করে ও জেলে দিয়ে যে সর্বাত্মক অক্রমনে ছাত্র সমাজকে দমন করবার জঘন্য সরকারী প্রচেষ্টা চলেছে নৃপেনের গ্রেপ্তার তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু বন্দুকের গুলিতে আর ১৪৪ ধারায় বেড়িতে যে খামিয়ে রাখা যাবে না সাধারণ মানুষের ভাত কাপড়, শিক্ষ, আর প্রকৃত স্বাধীনতার সংগ্রামকে গত ১৮ই আর ১৯শে জানুয়ারীর তিক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাময়িক ভাবে হলেও ১৪৪ ধারা তুলে দিয়ে কলিকাতায় ছাত্রসমাজ তা প্রমান করে দিয়েছে। তাই, আমাদের প্রত্যেকটা আঘাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিতে হবে লড়াই আমরা চালাইব, জুলুমের রাজত্ব আমরা ভাঙবই।

নৃপেন ব্যানার্জ্জির মুক্তি চাই।

যে ছাত্রীরা এগিয়ে এসেছে

১৮ই, ১৯শে জানুয়ারী কলকাতার পথে দশটি তাজা কিশোরের রক্তের দাগ তখনও জমাট বাঁধেনি। সেই ঝোড়ো দিনগুলির এক সকালে রুলটানা খাতার আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা—এক চিঠি পেলাম, সঙ্গে চব্বিশটি টাকা। "সরকারের গুলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন আর সেই লড়াইকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যাঁরা তাঁদেরই কাজে আমরা আমাদের জমানো পয়সা থেকে তুলে সবাই মিলে এই টাকা পাঠালাম। পার্দ্দানশীন স্কুলের মুসলিম মেয়ে আমরা। গুলিচালনার প্রতিবাদে আমরা ধর্ম্মঘট করেছিলাম, কিন্তু বাইরে বেরোতে পারিনি। তবু আমরা আপনাদের পাশে আছি আর থাকবো, এটুকুই জানতে চাই।" কলেজ ষ্ট্রীটের বুকে গুলির আওয়াজে চঞ্চল হয়ে উঠছে পার্ক-সার্কাসের বোরখা পরা মুসলিম ছাত্রীরা। পথে বেরিয়ে এসেছে সারা বাংলাদেশের হাজার হাজার ছাত্রী। অখ্যাত গ্রাম, মেয়েদের স্কুলে পড়ার চলন যেখানে সবেমাত্র সুরু, সে সব জায়গাতেও—আব্দুল মৌড়ী আর মুল্‌টিতেও—ছাত্রীরা সভামিছিলে এই সবার প্রথম পা বাড়িয়েছে।

বেলেঘাটার সুরকণ্যা বিদ্যালয়, কলকাতার ছাত্রজীবনে বড় বড় আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেছে, কিন্তু তার ঝাপ্‌টা কোনদিনই ওদের গায়ে লাগতে দেয়নি স্কুলের মালিকরা। মাইনে কমানোর জন্য ছাত্রী সঙ্ঘ আন্দোলন করছে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাই ধর্ম্মঘট—কর্ম্মীরা গিয়ে বোঝালেন ছাত্রীদের-কে। এক হাজার মেয়ের মধ্যে একটা বেশ বড় অংশই পাকিস্তান থেকে চলে আসা মানুষ। খেতে পরতেই জুট্‌ছেনা, পড়াশোনা চালানো যে কি শক্ত, তা ওরা প্রতিদিন চোখের জলে বোঝে। হেড্‌মিষ্ট্রেস, সেক্রেটারীর দারোয়ান আর পাড়ার স্নোশালিষ্ট গুণ্ডাদের শাসানি কিছুই ওদের দমাতে পারলোনা। শেষ পর্যন্ত হেড্‌মিষ্ট্রেস আর R. S. P সমর্থক একজন শিক্ষয়িত্রী পিকেটার মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদম মারপিট্‌ করতে সুরু করলো; তাতেও না পেরে ময়লা আবর্জ্জনা ঢেলে দিলো ওদের গায়ের উপর। মুখের মত জবাব দিল ছাত্রীরাও। সারা স্কুলে ধর্ম্মঘট আর দুশো ছাত্রীর সভা—হেড্‌মিস্ট্রেসের চোখের সামনে দিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে গিয়ে যোগ দিলো ছাত্রমিছিলে।

পুলিস আসে দেশবন্ধু স্কুলের গেটে। এই স্কুলটীর উপরে তাদের কড়া নজর। হেমেন দাসগুপ্ত আর সুজাতা ঘটক চোদ্দশো ছাত্রীকে বাগ মানাতে পারে না, তাই বার বার তাদের পুলিশ ডাকতে হয়। জানুয়ারীর প্রথমে ছাত্রীরা সাতদিন একটানা ধর্ম্মঘটে কর্তৃপক্ষকে হারিয়ে তাদের সব দাবীই স্বীকার করিয়ে নেয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তাই কর্ত্তারা গুণ্ডা, পুলিস এনে ছেড়ে দেয় স্কুল কম্পাউণ্ডে। তবুও চার চার বার তালা ভেঙ্গে মেয়েরা বেরিয়ে এসে যোগ দেয় সভা মিছিলে! সম্প্রতি ছাত্রীশিক্ষয়িত্রী ছাঁটাই করে গোয়েন্দা এনে স্কুলে সবসময় বসিয়ে রেখেও ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্রীদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছেনা কর্তৃপক্ষ-ছাত্রীসঙ্ঘের কর্মীদের তারা স্কুলের ভিতর থেকে কিছুতেই পুলিসের হাতে ছেড়ে দেয় নি, তার উপরে প্রতিদিন ঝগড়া ঝাটী করে বাকিদের খারাপ করে দিচ্ছে- এতটা কি করে সহ্য করবে হেমেন-সুজাতার দল?

ভিক্টোরিয়া স্কুলেও পুলিস আসে—"ধর্ম্মঘটের নেতাদের নাম চাই।" হেড্‌মিষ্ট্রেস বলেন, "কারা নেতা জানিনা, তবে ধর্ম্মঘটের দিনে স্কুলে এসে খালি চেয়ার বেঞ্চগুলি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না।" মেয়েরা বলে, "আবার আসুক্ পুলিস, দেখে নেবো একবার কত মুরোদ।"

ওদিকে বেহালায় ১৪৪ ধারা জারী রয়েছে। তবুও ১৯শে ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে একশো ছাত্রী যোগ দেয়। থানার সামনে সমস্ত ছাত্রদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মেয়েরা দাবী জানায়, আমাদেরও গ্রেপ্তার করো। একঘণ্টা থানা ঘিরে তারা শ্লোগান দেয়। ইণ্ডিয়া ফ্যানের

(১৪ এর পাতায় দেখুন)

শিক্ষা সঙ্কোচের ষ্টীম রোলারে

বিপর্য্যস্ত কলেজ জীবন

ডিসেম্বরের শীতে রাত দশটার সময় সেদিন স্বল্পালোকিত সাদার্ণ এ্যাভিনিউ-এর কোনো এক ল্যাম্প পোষ্টের নীচে ঘাসের ওপর চাদর মুড়ি দেওয়া বছর সতেরর একটি ছেলেকে মৃদুস্বরে ইণ্টারমিডিয়েট ইংলিশ সিলেকশন পড়তে দেখেছিলাম। সেদিন কোনো বিদ্যাসাগরীয় সুমহান সম্ভাবনার কথা কল্পনায় আসেনি, শুধু মনে পড়েছিল সাদার্ণ এ্যাভিনিউ-এর দুধারে লেক ব্যারাকের অসহায় বাস্তহারাদের কথা, আর স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের ছাত্রদের শিক্ষিত হয়ে উঠবার দুঃসহ প্রচেষ্টার ছবি। বাংলাদেশের শতকরা ৮৬ জন মানুষের অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। ৩ কোটির দেশে প্রতি বছর যাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার দরজা পার হবার সৌভাগ্য হয় তাদের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী নয়। স্কুলের সেই সব অসংখ্য ছাত্র যাদের বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য উপায়ে প্রতিদিন শিক্ষা জীবন থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, তাদের কথা ছেড়ে দিয়েও যে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের শত বাধা ও অসুবিধা সত্ত্বেও কলেজে পড়বার সুযোগ হয়েছে, সরকারী সুবন্দোবস্ত এবং কর্তৃপক্ষের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে তাদের পড়াশুনাটাই কি রকম সুগম হয়ে উঠেছে, কলকাতার কলেজগুলোর দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যুদ্ধের আগে কলকাতার কলেজে মাইনে ছিল ছয় থেকে আট টাকার মধ্যে। বর্ত্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশ, বার অথবা চৌদ্দতে। বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী প্রভৃতি কলেজের মাইনে কম বলে খ্যাতি ছিল। বঙ্গবাসীতেই এখন আই-এস-সি ক্লাসের মাইনে দাঁড়িয়েছে এগার টাকায়। স্কটীশ চার্চ্চ এভৃতি কলেজের কথা না হয় বাদই দিলাম। সেখানের চৌদ্দ টাকা মাইনে এই বছরেই আর এক লাফে ষোল টাকায় উন্নীত হয়েছে। দেশের পুনর্গঠনের জন্য অসংখ্য ইঞ্জিনীয়ার চাই বলেই তো যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ৪৫০ সীট কমিয়ে ২০০ করা হল, প্রিপারেটরি ক্লাস দেওয়া হল তুলে আর অল্প সংখ্যক সীট থেকে বেশী টাকা আদায়ের জন্য ১২ টাকার মাইনে বেড়ে দাঁড়াল ১৫ টাকায় এবং পরীক্ষার ফী বাবদ কমপক্ষে আরও ৬ টাকা অতিরিক্ত দাবী করা হল ছাত্রদের কাছ থেকে।

এতো গেল সরাসরি মাইনে বৃদ্ধি। মাইনে বৃদ্ধি ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের উপায় কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের অজুহাতে আই-এর ছাত্রদের চেয়ে আই-এস-সি ছাত্রদের একটাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। অথচ কলকাতা সহরে এমন কলেজ নেই বললেই চলে যেখানে ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্ররা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করবার সুযোগ পায়। বিদ্যাসাগর কলেজ নাকি গরীব ছাত্রদের কলেজ। হবে ও বা! তাই বোধহয় কোন কিছু নষ্ট না করেও 'কণ্ডান ম্যানি'র পনের টাকার মধ্যে দু'তিন টাকার বেশী কেউই ফেরৎ পান না, সেসন শেষে। এ ছাড়া সেসন চার্জ্জ তো রয়েছেই। দেখতে দেখতে ৯ টাকার সেসন চার্জ্জটা সুরেন্দ্রনাথে ১২ টাকা আর বিদ্যাসাগরে ১৩৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবাসী কলেজের কর্তৃপক্ষ অবশ্য ছাত্রদের সঙ্গে এ অসদয় ব্যবহার করেন নি, তারা সেসন চার্জ্জ বাড়ানোটা আদৌ পছন্দ করেন নি, কারণ সেসন চার্জ্জ বাড়ানোর চেয়ে অতীতের দু'বছরের একটা সেসনকে এখন বছর বছর সেসনে পরিনত করার উপায় তারা খুঁজে পেয়েছেন।

নিত্য নূতন সিনেমা হল তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অন্ততঃ হোষ্টেল তৈরী না হওয়ায় যে ২৭০০ ছাত্রকে, হয় শিক্ষাজীবন থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামে যেতে হয়েছে, নয় শিয়ালদা ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম কিম্বা হাড় কাটা লেনের মুদীখানা অথবা তেলেভাজার দোকানে আশ্রয় করে কোন ক্রমে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হচ্ছে তাদের কথা ছেড়ে দিয়েও কলকাতা সহরের কলেজ ছাত্রদের যে অংশ কোন রকমে হোষ্টেলগুলিতে স্থান পেয়েছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যবসা বলে ভাববার মনোবৃত্তি তাদেরও কি অসহনীয় অবস্থায় নিয়ে

গিয়েছে নীচের ঘটনাগুলিতে তারই প্রমান মিলবে। দু'টাকা সীট রেন্ট বাড়েনি এমন হোষ্টেল কলকাতা সহরে একটিও নেই। স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ হোষ্টেল-গুলিতে গত দু'বছরে চার টাকারও বেশী সীটরেন্ট বেড়েছে। এ ছাড়া এসটাব্লিশমেণ্টের নামে যথেচ্ছ আদায় তো চলেছেই। কলকাতা সহরে এক মাইল দূরত্বে বিদ্যাসাগর, বঙ্গবাসী এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজের হোষ্টেলগুলি অবস্থিত, সুযোগ সুবিধাও একই রকমের, অথচ এষ্টাব্লিশমেণ্টের নামে তিনটে হোষ্টেলে কেন যে যথাক্রমে বার, পনের এবং সতের টাকা আদায় করা হয় তা কেউই বলতে পারেন না। এ ব্যাপারে অবশ্য সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব এবং তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন আর, জি, কর হোষ্টেল কর্তৃপক্ষ। গত ৬ মাসের মধ্যে ২১৲ টাকার সীটরেন্ট ২৯৲ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। "গরীব ছাত্রদের ডাক্তার হবার প্রয়োজন নেই"—এই সরকারী নীতিকে এমন কার্য্যকরী রূপ দেবার জন্য এঁরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন।

কলেজে, হোষ্টেলে বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আনুসঙ্গি-কের সঙ্গে যে উপদ্রবে ছাত্রদের সবচেয়ে বেশী বিচ-লিত হতে হয় তা হল বই কেনার সমস্যা। ইউনিভার্স-সিটি সিলেকশনের সঙ্গে চড়া দামে নোটবই কেনা অথবা না কেনার উপরই নির্ভর করে সিলেকশন খানা দোকানে আছে কিনা। কুণ্ডু-চ্যাটার্জ্জির দশটাকা দামের বায়োলজি পুরোনো বইয়ের দোকানে পনের টাকায় বিক্রী হয় অথচ এত চাহিদা থাকা সত্বেও কেন যে বইখানা নতুন করে ছাপা হচ্ছে না অথবা ছাপা হলেও সরাসরি পুরানো বইয়ের দোকানে চলে যায় কিনা এর উত্তর কারুর জানা নেই!

বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্রজীবনের উপর এই আক্রমণে ছাত্রদের অবস্থা কোন পর্য্যায় এসে দাঁড়িয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। নীচের ঘটনাগুলিতে তারই কিছুটা পরিচয় মিলবে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল সৌরাংশু সেনগুপ্ত ৪৮৲ টাকা সম্বল করে। ম্যাট্রিক সে পাশ করেছিল ফার্ষ্ট ডিভিশনে। ইণ্টারমিডিয়েট টেষ্ট পরীক্ষার ফল দেখে অধ্যাপকদের সন্দেহ ছিল না পরীক্ষায় সৌরাংশু ভাল ফলই করতে পারবে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীতে পরীক্ষার ফর্ম্ম ভর্ত্তি করতে এসে সৌরাংশু জানল কলেজের খাতায় তার বাকী পড়েছে ২৬৮ টাকা আর তা ছাড়া পরীক্ষার ফি। ২৫ টাকার টিউশনি করে যে গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়েছে তার পক্ষে পরীক্ষা দেওয়ার আশা করা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কি? সৌরাংশুর কাছে শিক্ষার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল।

বি-এ ক্লাসের ছাত্র হৃদয় পালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ১লা মার্চ্চ। উস্কো খুস্কো চুল, পাগলের মত ঘুরছে। পরীক্ষার টাকা জমা দেবার দিন এগিয়ে এসেছে। দশটাকা পরীক্ষার ফি বেড়েছে অনার্স সমেত তাই পঞ্চান্ন টাকা দিতে হবে। অনার্স বাদে শুধু পরীক্ষা দিতে হলেও চাই অন্ততঃ ৪৫টি টাকা! অথচ ২১ টাকার বেশী সে জোটাতে পারে নি কোন মতে। ৫ই মার্চ্চ পুলিশের গুলিতে আহত হবার আগে পর্য্যন্ত হৃদয়ের সে ২৪ টাকা আর জোগাড় হয় নি। শুধু একজন সৌরাংশু বা হৃদয় নয়, বাংলা দেশের অসংখ্য ছাত্রকে হৃদয় আর সৌরাংশুর ভাগ্যের ভাগী হতে হয়েছে। ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবার সময় শতকরা ১৫ জন ছাত্রের নাম বাদ পড়ে কলেজের খাতা থেকে—'মাইনে ক্লিয়ার নেই'। শতকরা আরও দশ জন ছাত্রকে টেষ্টে পাশ করেও কলেজের বকেয়া টাকা শোধ এবং পরীক্ষার ফি জোগাড়ে অসামর্থ্যের দরুণ বিদায় নিতে হয় শিক্ষা জীবন থেকে। বিদ্যাসাগর কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসের ছাত্র রণেন বসুকে পর পর তিন দিন সাবধান করে দেওয়ার পর যে দিন ফিজিক্সের ডিমন্সষ্টেটর বার করে দিলেন ক্লাশ থেকে প্র্যাকটিক্যাল খাতা না আনবার অপরাধে সে দিন সে ঝরঝর করে কেঁদেই ফেললে সকলের সামনে। ভাল ছেলে কলেজে মাইনে দিতে হবে না এই আশায় বুক বেঁধে পড়তে এসেছিল, কিন্তু ৪॥ টাকা দিয়ে তিন খানা প্র্যাকটিক্যাল খাতা কিনবার সামর্থ্যও যার নেই উচ্চ শিক্ষা পাবার চেষ্টা যে তার পক্ষে বিড়ম্বনা এ সত্য উপলব্ধি করে সে দিন সে চোখের জল সামলাতে পারে নি।

গরীব ছাত্রদের ডাক্তার না হয়ে কম্পাউণ্ডার হলেই

চলবে একথাই হয়ত মনে মনে মেনে নিয়েছিল সিটি কলেজের ছাত্র অমিতাভ মৈত্র! ১৮৶ আনা একটি বায়োলজি বক্সের দাম এ তথ্য জানার পর তার মনে আর সন্দেহ নেই যে গরীব ছাত্রদের কম্পাউণ্ডার হওয়াও চলবে না, তা বিধান বাবুরা যাই বলুন না কেন।

সিটি কলেজের একটা ক্লাসে দেড়শো ছেলের মধ্যে ৪৫ জনকেই পড়াশুনার খরচ চালাতে হয় টিউশনির সাহায্যে —আট থেকে কুড়ি পর্য্যন্ত বিভিন্ন তাদের উপার্জ্জন, তারই সাহায্যে আংশিক বা পূর্ণ খরচ চালান তাঁরা। এ ছাড়া আরও ছাত্র রয়েছেন যারা যে কোন রকম অল্প সময়ের চাকরীর জন্য প্রস্তুত।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসেই যখন এই অবস্থা, আরও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ যারা পেয়েছেন তাদের অবস্থার কথা সহজেই কল্পনীয়। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ইতিহাস ক্লাসে ৮২ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়েছিলেন, এর মধ্যে ৫৫ জনও ক্লাস করেন কিনা সন্দেহ। এই এক-তৃতীয়াংশ ছাত্র আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয়ে কোন না কোন রকম চাকরী নিয়ে শিক্ষা জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন। চাকরীজীবি কমার্স ছাত্রদের কথা আর নাই বা তুললাম।

যারা এই অবস্থার মধ্যেও কোন রকমে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন কি চূড়ান্ত অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালাতে হচ্ছে সাদার্ণ এ্যাভিনিউ হোষ্টেলের যাদবপুর কলেজ ছাত্রদের দিকে তাকালেই তা পরিস্কার হবে। ফর্সা কাপড় জামা পড়া যাদবপুর কলেজের ছাত্ররা যেদিন রাসবিহারী আর সাদার্ণ এ্যাভিনিউ-এর বাড়ী বাড়ী ঘুরে দৈনিক কাগজ দেবার অনুমতি চাইলেন, সেদিন স্থানীয় অধিবাসীরা অবাক হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে কিন্তু তাদের মধ্যে কজনই বা জানতেন, যাদের তারা এতদিন দূর থেকে দেখে বেশ একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে কলেজ ষ্টুডেণ্ট বা ইঞ্জিনীয়ারিং ষ্টুডেণ্ট বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের কতজনকে শুধু কাগজ বিক্রী করার সুযোগটুকু হারালেই ম্লানমুখে ইঞ্জিনীয়ার হবার সব আশা, সব স্বপ্ন ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। ভোর ৫টা থেকে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে যে ৩২৫টি বাড়ীতে তারা কাগজ বিক্রী করে থাকেন, সমস্ত কাগজ বিক্রীর সারা মাসে সঞ্চিত পয়সাও যে ৬ জন ছাত্রের ড্রইং এ্যাপারেটাস্টুকু কিনবার পক্ষেও যথেষ্ট নয় এ খবরই বা ক'জন রাখেন।

কলকাতার কলেজে কলেজে ঘুরতে ঘুরতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা বই হাতে ছাত্রদের দেখে মনে হয়েছে, সরকার আর কর্তৃপক্ষের যে নীতি তাদের কলেজ প্রবেশের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে কি এদের ঘৃণা জেগে উঠবে না? বাস্তহারা ক্যাম্পে, 'সাদার্ণ এ্যাভিনিউ-এর ফুটপাথে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে দেখেছি শিক্ষাজীবনে প্রবেশের জন্য এদের প্রাণান্তকর সংগ্রাম আর দেখেছি সেই নিদারুণ প্রচেষ্টাকে মাড়িয়ে চুরমার করে সরকারী শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির অগ্রগমন। তাই মনে প্রশ্ন ছিল, "এমনি করেই কি শিক্ষার দরজায় তালা পড়বে?"

২৩শে মার্চ্চ স্কটীশ চার্চ্চ কলেজ গেটে তারই উত্তর পেলাম। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে, বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে পিকেটিংরত ছাত্রছাত্রীদের বুক পেতে দিতে দেখেছি, ধর্ম্মঘট—ভাঙ্গা দালান সোশ্যালিষ্টদের ঠেলা গাড়ীর নীচে। পুলিশ জীপের সমস্ত হুমকিতেও অকম্পিত দেখেছি তাদের। শুধু ঠেলা গাড়ী আর পুলিশ জীপ নয়, শিক্ষা সঙ্কোচনের সরকারী ষ্টীম রোলার বুক দিয়ে ঠেকানোর দুর্জ্জয় সঙ্কল্পও দেখেছি ওদের চোখে মুখে।

(১০ পাতার শেষাংশ)

নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রামের পক্ষ। অ্যাটলান্টিক প্যাক্টকে বাড়িয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নেহরুর মত সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারদের নিয়ে এক প্যাসিফিক প্যাক্টের চেষ্টা চলেছে, তার জন্যে বৃটিশ আণ্ডার-সেক্রেটারী গর্ডন ওয়াকার—এসেছেন আলাপ আলোচনার জন্য। সোভিয়েটবিরোধী যুদ্ধে ভারতকে পাকাপাকিভাবে বাঁধাই এর উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে স্পষ্ট ঘোষণা করতে হবে যে সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধে ভারতকে যোগ দিতে দেবনা। দুনিয়ার মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধ শিবিরে ভারতীয় জনতা দাঁড়াবে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ আর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের শিবিরেই ভারতীয় জনতার একমাত্র স্থান।

বিশ্বজনতার মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে

মার্কিন সাম্রাজ্য

বাদের যুদ্ধ চক্রান্ত

অ্যাটলান্টিক প্যাক্ট

গত ১৮ই মার্চ্চ সমস্ত খবরের কাগজের সামনের পাতায় বড় বড় হরফে খবর বেরিয়েছে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও ক্যানাডা একসঙ্গে একটি চুক্তি সই করেছে। সেই চুক্তির নাম উত্তর আটলান্টিক প্যাক্ট। উত্তর আটলান্টিকের ধারে কাছে না হয়েও ইটালী ইতিমধ্যে সেই চুক্তিতে যোগ দেবার ইচ্ছা জানিয়েছে। নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেনও এই চুক্তির সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য বেঁধে দেবার জন্য ওয়াশিংটনে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য নাকি 'বিশ্বশান্তি' ও প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে কারও যদি নিরাপত্তা বিপন্ন হয় তবে তার সমর্থনে বাকীরা যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঘোষণা করতে চুক্তি বদ্ধ। ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠীর সমস্ত মুখপত্র এই চুক্তিকে অভিহিত করেছে: "আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী।"

সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ মানুষ আশ্চর্য্য না হ'য়ে পারে না এই ঘোষণায়। 'আক্রমণকারী'দের হুঁশিয়ার করছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যার আক্রমণে আজ গ্রীসের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দিচ্ছে; যার অর্থ আর লোকবলে বলী হ'য়ে চীনের দস্যুশ্রেষ্ঠ চিয়াংকাইশেক এতকাল চীনের জনসাধারণের মুক্তির লড়াইকে বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে; পশ্চিম জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, তুর্কী, মধ্যপ্রাচ্য সর্ব্বত্র যার সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধ ঘাঁটিতে ছেয়ে গেছে; পশ্চিম জার্ম্মাণীতে নাৎসীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যার সমস্ত যুদ্ধ উপকরণের উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে, যারা নিজেদের তাঁবেদারদের ভোটের জোরে সোভিয়েটের আনা 'অ্যাটম বোমার' ব্যবহার নিষিদ্ধ করার [প্রস্তাবকে হারিয়ে দিয়েছে, সোভিয়েটের সমরসজ্জা হ্রাসের খোলা প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছে এবং নিজের দেশের ও তাঁবেদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সমর প্রস্তুতির জন্য বাজেটে ৯ হাজার ৯শ' ৮৭ কোটি টাকা (৫ হাজার ৭শ' ৪ কোটি সরাসরি আমেরিকার মিলিটারী বাজেট, ১৪শ' কোটি [অ্যাটম বোমার অনুশীলন আর ২৬শ' ৮০ কোটি টাকা আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য) রেখেছে। এই টাকা সমগ্র বাজেটের প্রায় ৬৭ ভাগ। আমেরিকান সেনাবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ কমিটির সভ্য পল শেফার সাহেব অবশ্য খোলাখুলিই বলেছেন, "সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে একটা যুদ্ধ হবেই এবং যতশীঘ্র সে লড়াই হয় ততই সুবিধা।" উত্তর আটলান্টিক প্যাক্টের সর্দ্দার পোড়ো আমেরিকার "শান্তিকামী" চরিত্রের আর ব্যাখ্যানের কোনও দরকার নেই। তবে এই পাঠশালার অন্য পড়ুয়ারাও সর্দ্দার পোড়োর উপযুক্ত শিষ্য।

ইন্দোনেশিয়ায় আজও চলছে ডাচ দস্যুদের 'শান্তির' সশস্ত্র অভিযান। একমাত্র জোগযাকার্ত্তার আশেপাশের অঞ্চলে আট হাজার ইন্দোনেশীয় নারী ও শিশুর তাজারক্ত, আর ডাচ বিমানের গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত মাদিয়ুন আর এমনি আরও বহু জনপদ তারই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপিত শক্তির কাছে তার ভিয়েৎনাম সাম্রাজ্যের ৯০ ভাগ হারিয়ে ভিয়েৎনামের পরাধীন ১০ ভাগে একবছরে ১ লক্ষ নিরস্ত্র অধিবাসীকে হত্যা করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কথা যত কম বলা যায় ভারতবাসীর পক্ষে ততই ভাল, মালয়ের ৫০ লক্ষ ক্রীতদাসের মুক্তি-সংগ্রাম সমস্ত বৃটিশ নৌবহর, স্পিটফায়ার জঙ্গী বিমানের তাণ্ডবকে উপেক্ষা করে আজও এগিয়ে চলছে। যারা এখনও সরাসরি আক্রমনাত্মক ব্যাপারে লিপ্ত হবার সুযোগ পাননি তাঁরাও যে কি পরিমাণ শান্তির জন্য ব্যগ্র তা ক্যানডার ধনিক নেতাদের বক্তৃতা শুনলেই মালুম হবে। সম্প্রতি প্রথম ক্যানেডীয় সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধকালীন জেনারেল ক্রেরার ঘোষণা করেছেন, "ক্যানাডার আত্মরক্ষার ঘাঁটি গড়তে হবে জাপান এবং কোরিয়ায়।" নিজের দেশ থেকে ৬ হাজার মাইল দূর (সোভিয়েট ইউনিয়নের গায়ে) 'আত্মরক্ষার' ঘাঁটি গড়া যে নিছক আত্মরক্ষারই জন্য তাতে আর সন্দেহ কি?

এই চুক্তির আসল উদ্দেশ্য যে সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধের জন্য আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে একজোট করান তা শেফার সাহেবের মত নেতাদের স্পষ্টোক্তি থেকে ক্রমাগত ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর এদের এত ক্ষেপে ওঠবার আসল কারণ কি? আজ সমগ্র দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে মুক্তি সংগ্রাম চলছে তার সব চেয়ে বড় ভরসা হচ্ছে বিজয়ী সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের অস্তিত্ব। ইন্দোনেশিয়ায় যখন ডাচ-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ হয় তখন সোভিয়েটের পক্ষ থেকে আসে ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে দুনিয়ার সামনে আক্রমণকারীর ভূমিকায় অনাবৃত ভাবে তুলে ধরবার ডাক। ভিয়েট-নামের স্বাধীনতার দাবীকে এখনও পর্য্যন্ত সমানে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন। পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্য—সোভিয়েটের পক্ষ থেকে বারবার এগিয়ে যেয়ে চেষ্টা হয়েছে, দুনিয়ার জনসাধারণ যে চেষ্টাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বনিয়াদ ধ্বংস করে প্রকৃত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী ও নিপীড়িত জনতা বিজয়ী সমাজ-তন্ত্রের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে আজ সংগ্রাম চালাচ্ছে বলেই তার বিরুদ্ধে আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের এত রাগ।

আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীরা বলছে তাদের যুদ্ধ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে। তাদের রেডিও, খবরের কাগজ আর প্রচার যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে শত মুখে প্রতিদিন পৃথিবীর লোককে এরা বোঝাবার চেষ্টা করছে কমিউ-নিজমের বিরুদ্ধে এদের সংগ্রাম কারণ কমিউনিজম পৃথিবীর লোককে দেবে মৃত্যু আর অরাজকতা, একনায়কত্ব আর বর্ব্বরতা। কিন্তু সাধারণ লোক পৃথিবী জুড়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিদিন বুঝছে যে বর্ব্বরতা ও অরাজকতা—গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বদলে গ্রেপ্তার আর গুলি বন্দুকের রাজত্ব যারা সারা দুনিয়ায় সৃষ্টি করছে তারা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচর-বৃন্দ। চীন, মালয়, গ্রীসের নজির দিয়ে তারা ক্রমাগত বলছে কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব চলে এ দেশগুলো ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। চীনের জনসাধারণের কাছে মার্কিণ উপদেশ মানার অর্থ অ্যামেরিকার তাঁবেদার চীনা বণিক—জমিদার গোষ্ঠীর মুখপাত্র কুয়োমিন্টাং সরকারের কর্ত্তৃত্ব মেনে নেওয়া যার শাসনে গত বিশ বছরে এক কোটির উপর চীনা চাষীকে হত্যা করা হয়েছে আর চীনের সমস্ত শ্রমজীবি গরীব জনসাধারণের জীবনে নেমে এসেছে চরম অভি-শাপ—দুর্ভিক্ষ, বেকারী আর অভাবের নির্ম্মম নিষ্পেষণ। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রমিক নেতৃত্বে চীনের সমস্ত মানুষের বাঁচবার লড়াই পরিচালনা করেছে কমিউনিষ্ট পার্টি, আর সেই আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে জরাজীর্ণ কুওমিন্টাং-এর শাসন। চীনের জনসাধারণ আর তার অভিজ্ঞতা দেখে সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ আজ বেশ বুঝছে স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের লড়াই সব দেশে দেশীয় ও বিদেশীয় ধনিকদের খতম করার লড়াই—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার লড়াই। বিভিন্ন মিথ্যাপ্রচারের ধোঁয়ার আড়ালে এই লড়াইকে ধ্বংস করে নিজের অত্যাচারী শোষণ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্র আঁটছে।

পৃথিবীর সাধারণ মানুষ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রকে খতম করে সমাজতন্ত্রের পথে পা দেবার জন্যে আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ধনতন্ত্র আর বিজয়ী সমাজতন্ত্রের দেশে সাধারণ মানুষের জীবনের যে সম্পূর্ণ আলাদা অবস্থা তা দেখলেই বোঝা যায় কেন এই দৃঢ়তা। ধনতন্ত্রের আওতায় সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী যে দেশ—ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর স্বর্গ মার্কিনমুলুক সেখানে ১৯৪৭ সালে খাবারের দাম দুগুণ হয়ে গিয়েছে এবং বেকারের

সংখ্যা ৩০ লক্ষ। এক ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই ৭ লক্ষ নতুন বেকার হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিজে ঘোষণা করেছেন ৫০ লক্ষ বাড়ী না তুলতে পারলে অ্যামেরিকার লক্ষ লক্ষ মানুষের ফুটপাথে থাকার অবস্থা ঘুচবেনা। অবশ্য এ কথা বলেই বাড়ী তুলবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন ভাববার কোনও কারণ নেই। বাজেটের বিরাট মিলিটারী খরচায় ৬৭% ব্যয় করে মোটে সাড়ে পাঁচভাগ জনস্বার্থের খাতে ব্যয় হবে। এই জনস্বার্থের মধ্যে ঘরবাড়ী, স্বাস্থ্য শিক্ষা, পুনর্গঠন সবই আছে। কাজেই বাড়ী ওঠার সম্ভাবনা কমই। শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেটের মাত্র শতকরা ১ ভাগ খরচ হবে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি জেনারেলের মতে বেশ কয়েক লক্ষ লোক সেখানে এখনও একেবারেই অশিক্ষিত, এবং লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের স্কুলে যাওয়ার কোনও সুযোগই নেই। কেনই বা হবে না এমন? ৭টি ধনিক পরিবার সেখানে সমস্ত কলকারখানা জায়গা জমির প্রায় একচেটিয়া মালিক। তাদের মুনাফার খাতিরেই নির্দ্ধারিত হয় অ্যামেরিকার দেশী ও বিদেশী রাষ্ট্রনীতি।

আর বিজয়ী সমাজতন্ত্রবাদের দেশ সোভিয়েটে সমস্ত কলকারখানা জায়গাজমির মালিক জনসাধারণ। সেখানকার তরুণেরা ধনিক বা জমিদার কোনও দিন চোখেই দেখেনি। একটা মানুষও সেখানে বেকার নয়। এবং যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে খাবারের দাম ডবল এবং চীনে ৩০০০ ডলার হচ্ছে এক জোড়া জুতোর দাম, তখন ১লা মার্চ্চ মস্কো বেতারে কমরেড ষ্টালিনের সাক্ষরিত এক ঘোষণায় সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে খাদ্য, বস্ত্র, তামাক ও অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষের শতকরা দশভাগ দাম কমিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমজীবি মানুষের রুজি ১৯৪৭ সালে যা ছিল এখন তার দ্বিগুন হয়ে গেছে। এখানকার মানুষ অশিক্ষা কাকে বলে জানেনা। এ ঘটনা সম্ভব হয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ন ৩০ বছর আগে সাম্রাজ্যবাদী বণিকগোষ্ঠীকে খতম করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লব সফল করেছে বলে।

তাই আজ সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের সামনে এক প্রশ্ন: তুমি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের যুদ্ধনীতি আর তাদের গলাপচা সমাজব্যবস্থার পক্ষে না সোভিয়েট ইউনিয়নের নতুন সমাজব্যবস্থা ও তার সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী শান্তিনীতির পক্ষে?

● ● ● ●

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনের সাধারণ মানুষ, বর্মার আর মালয়ের সাধারণ মানুষ সে প্রশ্নের সোজা উত্তর দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকেও এ প্রশ্নের দ্বিধাহীন উত্তর দিতে হবে। নেহেরু সরকার মুখে বলছেন তাঁরা অ্যামেরিকার সঙ্গেও নেই, সোভিয়েটের সঙ্গেও নেই, তাঁরা নাকি তৃতীয় পক্ষ। এই সংগ্রামে তৃতীয় পক্ষ কেউ থাকতেও পারেনা নেইও। আসলে নেহেরু সরকার প্রথম পক্ষে, — অর্থ মন্ত্রী জন মাথাই বাজেট ঘোষণায় স্পষ্টই বলেছেন "এখন আমাদের আমেরিকার দিকে তাকাতে হবে।" পণ্ডিত নেহেরু অ্যাটলান্টিক চুক্তির উপর মন্তব্য করতে যেয়ে বলেছেন "এ চুক্তি যুক্তিসঙ্গত।" কমনওয়েলথের বৃটিশ সরকারের একান্ত প্রিয়পাত্র ও সবচেয়ে ভরসার স্থল ভারতবর্ষের নেহেরু সরকার, কমনওয়েলথের সঙ্গে পর-রাষ্ট্রনীতির চাকা তাঁদের বাঁধা। নেহেরু সরকার যে প্রথম পক্ষে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ চীন, বার্মা, মালয়, ভিয়েৎনামের এই সংগ্রামকে তাঁরা মুক্তিসংগ্রাম ব'লে অভিনন্দন জানাননি, ধণিকশ্রেণীর বিশ্বস্ত মুখপাত্র হিসাবে এই সংগ্রামের বিরুদ্ধেই তাঁরা নিজেদের শক্তি সমাবেশ করেছেন। আর তাঁদের প্রথম পক্ষে হবার জন্যেই ভিতরে তাঁরা শ্রমজীবি ও সাধারণ মানুষের লড়াই-এর উপর বেপরোয়া আক্রমণ করেছেন বণিকের মুনাফাকে নিরাপদ করবার জন্য।

কিন্তু নেহেরু সরকারই ভারতবর্ষ নয়। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়নের

(৭এর পাতায় দেখুন)

রেল ধর্ম্মঘটের শিক্ষা

রেলশ্রমিকের রুটি এবং রুজির উপর নেহেরু সরকার যে আক্রমণ চালাইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে গত ৯ই মার্চ্চ হইতে রেলশ্রমিকের পাল্টাআক্রমণ সুরু হইবার কথা ছিল। কিন্তু সরকারের পাষণ্ড দমননীতি এবং স্যোসালিষ্টদের ভাড়াটিয়াবৃত্তির ফলে তাহা সুরু হইতে পারে নাই। কিন্তু পাল্টা আক্রমণ যে শীঘ্রই সুরু হইবে, ৯ই মার্চ্চেই তাহা স্পষ্ট হইয়াছে।

রেলধর্ম্মঘটকে ঠেকাইবার জন্য নেহারু সরকার সামরিক যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল। শ্রমিকের রুটির লড়াইকে ভাঙ্গিবার জন্য এই ধরণের সর্ব্বাত্মক মিলিটারী বিভীষিকা এই প্রথম। প্রথমবার বলিয়াই অনেকে হতভম্ব হইয়াছিলেন।

শক্তি নয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ

কিন্তু ৯ই মার্চ্চ সরকার যে যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল, তাহাতে তাহার শক্তি নয়, দুর্ব্বলতাই ধরা পড়িয়াছে। কংগ্রেসের নাম ভাঙ্গাইয়া এবং শিশুরাষ্ট্রের দোহাই দিয়া রেলধর্ম্মঘটকে আজ আর ঠেকানো যায় না; পোষা সংবাদপত্র, রেডিও এবং প্রচারভ্যানের উৎকট প্রলাপের বাঁধ বাঁধিয়াও ধর্ম্মঘটের বানকে আজ রোখা যায় না; সশস্ত্র পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিশেরও সাধ্য নাই ধর্ম্মঘটকে ঠেকায়। তাই নেহেরু সরকার তাহার রাষ্ট্র-যন্ত্রের পাশুপত অস্ত্র অর্থাৎ তাহার সমরযন্ত্রকে প্রয়োগ করিয়াছিল। বক্তৃতায় কাজ হইবে না বলিয়াই সে বন্দুক ধরিয়াছে।

এই ফ্যাসিষ্ট সমরসজ্জাই বুঝাইয়া দিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে হইতে নেহরু সরকার কতদূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, শ্রমজীবী জনতার উপর হইতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব কত দ্রুত খসিয়া পড়িতেছে।

এইদিন শ্রমিকশ্রেণী সরকারের আসলরূপ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সেদিন বুঝিয়াছেন, এই সরকার পুঁজিপতিদের সরকার, এই সরকার রুটি চাহিলে বুলেট দেয়; এবং কঠিন লড়াই ছাড়া আপোষে এই সরকারের কাছ হইতে দাবী পাইবার আশা নাই। ৯ই মার্চ্চ নেহরু সরকার শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিল। শ্রমিকশ্রেণী সেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের বিরুদ্ধে কঠিন শ্রেণীসংগ্রামের শিক্ষায় তাহারা দীক্ষা নিয়াছেন।

৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘটের আওয়াজ না দিলে শ্রমিকশ্রেণীকে এই ঐতিহাসিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইত। সংগ্রামের ময়দানে শত্রুকে যতখানি চেনা যায়, বক্তৃতায় তাহা কি করিয়া সম্ভব? যেসব রেলশ্রমিক সরকারের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি করার কথা ভাবিতেন, ৯ই মার্চ্চের পর তাহাদের অনেকেই সেকথা মনে আনিতেও ঘৃণা বোধ করিবেন।

স্যোসালিষ্ট পার্টির দালালবৃত্তি

কিন্তু শুধুমাত্র মিলেটারী ৯ই মার্চ্চকে রুখিতে পারিত না। স্যোসালিষ্ট নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতাই বহু শ্রমিকের মন ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। অনেক রেলশ্রমিক মনে করিয়াছিলেন, স্যোসালিষ্ট পার্টি এবং নিঃ ভাঃ রেলওয়েমেনস ফেডারেশনও ধর্ম্মঘট করিবে, লড়াইয়ের দিনে পাশে দাঁড়াইবে।

কিন্তু ৯ই মার্চ্চের মাত্র কয়েকদিন আগে দানাপুরে স্যোসালিষ্ট পরিচালিত রেলওয়েমেনস ফেডারেশন যখন ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিল, তখন অনেক রেল শ্রমিক বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই দমননীতি এত জোর দেখাইতে পারিয়াছে। স্যোসালিষ্ট পার্টি এবং রেলওয়েমেনস ফেডারেশন পুঁজিপতি সরকারের চর, রেলশ্রমিকের মনে আগে হইতেই এ বিশ্বাস যদি জন্মানো যাইত, তবে দানাপুর ৯ই মার্চ্চকে রুখিতে পারিত না।

স্যোসালিষ্ট নেতাদের সম্পর্কে অনেক রেলশ্রমিকের মনে যে মোহ ছিল, ৯ই মার্চ্চ সেই মোহকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়াছে। রেলশ্রমিক দেখিয়াছেন: স্যোসালিষ্ট নেতারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে তাহারা ৩॥ লক্ষ রেলশ্রমিকের ধর্মঘটের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। রেলশ্রমিক দেখিয়াছেন: স্যোসালিষ্ট নেতারা মুখে

স্যোসালিজমের কথা বলে, কিন্তু শ্রমিকের রুটির লড়াইয়ে তাহারা পুঁজিপতি-গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে, রেলশ্রমিকের বিরুদ্ধে সরকারের বীভৎস দমননীতিকে সমর্থন করিয়াছে, বিপ্লবী শ্রমিক কর্ম্মীদের পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিয়াছে, যে সরকার শ্রমিকের বাঁচার অধিকারকে সাঁজোয়া গাড়ীর চাকার নীচে পিষিবার জন্য বাহির হইয়াছে স্যোসালিষ্ট নেতারা সেই সরকারের সঙ্গেই আপোষের কথা বলিয়াছে। রেলশ্রমিক দেখিয়াছেন : স্যোসালিষ্ট পার্টি মুখে নিজকে সরকারবিরোধী দল বলিয়া জাহির করে; কিন্তু শ্রেণী সংগ্রামের কঠিন দিনে সে সরকারের পক্ষ লইয়া শ্রমিকের বিরুদ্ধেই লড়ে।

৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘটের ডাক না দিলে শুধুমাত্র কথায় এবং লেখায় স্যোসালিষ্টদের মুখোস এভাবে ছেঁড়া সম্ভব হইত না। বরং রেলশ্রমিক সকলকেই স্যোসালিষ্টদের সামিল বলিয়া মনে করিতেন। ৯ই মার্চ্চ বহু রেলশ্রমিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছেন, স্যোসালিষ্ট দালালের বিরোধিতা সত্ত্বেও লড়িতে পারিলে তবেই জেতা সম্ভব। ৯ই মার্চ্চ রেলশ্রমিকের সংগ্রামী একতা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে।

প্রকৃত নেতা কে

এই দিন লক্ষ লক্ষ রেলশ্রমিক চিনিয়াছেন তাহাদের কঠিন লড়াইয়ে কে তাহাদের বিশ্বস্ত নেতা। রেলশ্রমিকের রুটির দাবী, ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত এবং ধর্ম্মঘটের প্রতি অন্য সব দল বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কিন্তু লালঝাণ্ডা তাহাদের ত্যাগ করে নাই। শতশত লালঝাণ্ডা কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন, চাকুরী হারাইয়াছেন, লাঠিতে আহত হইয়াছেন, কংগ্রেসী বন্দুকের মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছেন, তবু রেলশ্রমিককে তাঁহারা ছাড়েন নাই। ৯ই মার্চ্চের মধ্য দিয়া লালঝাণ্ডা রেলশ্রমিকের যত কাছাকাছি আসিয়াছে, আগে কখনও তাহা ঘটে নাই। ৯ই মার্চ্চ অসংখ্য রেলশ্রমিক লালঝাণ্ডাকেই তাহাদের সংকটের সহযাত্রী এবং সংগ্রামের নেতা হিসাবে চিনিয়াছেন। ফলে যে ২০০০ রেলশ্রমিক কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাহাদের স্থান পূরণ করার জন্য হাজার হাজার জঙ্গী শ্রমিক আগাইয়া আসিবেন, লালঝাণ্ডাকে গ্রহণ করিবেন—ইহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

দেশ কোন পক্ষে

গবর্ণমেণ্ট ও তাহার চরেরা বলিয়াছে : যাহারা রেলধর্ম্মঘট করিতে চায়, তাহারা দেশের শত্রু। কিন্তু ৯ই মার্চ দেখা গেল, ধর্ম্মঘট হইলনা বলিয়াই দেশের লোক দুঃখিত হইয়াছেন। ৯ই মার্চ্চ দেখাইয়া দিয়াছে : দেশের সাধারণ মানুষ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়, রেলশ্রমিকের পক্ষে; আপোষের পক্ষে নয়, কঠিন লড়াইয়ের পক্ষেই তাহারা রহিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের ডাক না দিলে জনতার এই বিপ্লবী মনোভাব আঁচ করা কঠিন হইত, বোঝাই যাইত না সাধারণ ধর্ম্মঘটের পক্ষে শক্তি কতখানি দুর্জ্জয়।

হঠকারীতার জিগীর

আর, এস, পির বাক্যবীররা ৯ই মার্চ্চের ধর্ম্মঘটের আহ্বানকে হঠকারিতা বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। ৯ই মার্চ্চকে উপলক্ষ করিয়া রেলশ্রমিক তথা সারাদেশ যে বিরাট বিপ্লবী শিক্ষা লাভ করিল, এই সব দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণজীবীদের কাছে তাহার কোন দাম নাই। গবর্ণমেণ্ট যে কত বিচ্ছিন্ন কত বেপরোয়া, লড়াইয়ের চেতনা যে কত ব্যাপক এবং লড়াইয়ের চেহারা যে কত কঠিন—এইসব ইহাদের চিন্তার মধ্যেই নাই। ঝানু সংস্কারবাদীর ন্যায় তাহারা প্রত্যেকটি সংগ্রামের হারজিতকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করে, শ্রমিকশ্রেণীর সাধারণ লড়াই, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের পটভূমিকায় তাহাকে বিচার করে না। পেশাদার সুবিধাবাদীর মত তাহারা কোনো সংগ্রামের সাময়িক দুর্ভাগ্য দ্বারা সংগ্রামনীতির অসারতা প্রমাণ করিতে চায়! আর-এস-পি'র হবু-গবুর দল বুঝিতেই পারিতেছে না যে, ৯ই মার্চ্চ মুহূর্ত্তর সংগ্রামের, সফল সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করিয়াছে।

৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট হয় নাই। কিন্তু এখানে ওখানে রেলে ধর্ম্মঘট হইবেই। কারণ ধর্ম্মঘটের একটি কারণও দূর হয় নাই, বরং প্রত্যেকটি কারণ তীব্রতর হইয়াছে। রেলশ্রমিকের রুটি এবং সংগঠনের উপর আক্রমণ কমে নাই, বাড়িতেছে। তাহার সংকট কমে নাই, বাড়িতেছে।

এই সংকট প্রতিদিন রেলশ্রমিককে আবার সংগ্রামে টানিয়া আনিবে। রেলশ্রমিকের আগামী সংগ্রামে স্যোসালিষ্ট বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে মোহ অনেক কম থাকিবে; সরকারী দমননীতি সম্পর্কে আতংক অনেক কম থাকিবে। লালঝাণ্ডার বিপ্লবী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য অনেক বেশী থাকিবে, লড়াইয়ের সংগঠন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ থাকিবে। বিভিন্ন লাইনে, বিভিন্ন রেলকেন্দ্রে ধর্ম্মঘট যে শীঘ্রই আবার ঝড় তুলিবে, বাতাসে যাহারা কান পাতিয়া আছেন তাহারাই সেকথা বুঝিতেছেন। সরকার এবং দালালরাও তাহা বুঝিতেছে। তাই ৯ই মার্চ্চের 'যুদ্ধে জিতিয়াও' তাহাদের চোখে ঘুম নাই, আতংক রহিয়াছে।

৯ই মার্চ্চে বিপ্লবী ছাত্র সমাজ যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে, শ্রমিক—ছাত্র ঐক্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তাহা উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। বহু ছাত্র কর্ম্মী রেলধর্ম্মঘটের স্বপক্ষে সক্রিয় ভাবে লড়িয়াছেন, গ্রেপ্তার হইয়াছেন, গুলিতে জখম হইয়াছেন। যাহারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেন নাই, তাহারাও ধর্ম্মঘট সুরু হইলে ময়দানে নামিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

ছাত্র সমাজের শিক্ষা

৯ই মার্চ্চের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া বিপ্লবী ছাত্র সমাজও নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাহারা দেখিয়াছেন জনসাধারণের রুটি, রোজগার, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশের সমস্ত মানুষ দুই শিবিরে ভাগ হইয়া গিয়াছে। একদিকে লালঝাণ্ডার তলায় বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী ও তার সাথে সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জনতা, আর একদিকে ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেসী সরকারের নেতৃত্বে যত সুবিধাবাদী ও দালাল-সোশ্যালিষ্ট ও আর-এস-পি প্রভৃতির দল। সমগ্র ছাত্র সমাজকে তাই এখন হইতে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিদিন সমস্ত শ্রমজীবি জনতার মধ্যে এই বিশ্বাসঘাতকদের মুখোস খোলার, কোণঠাসা করার সংগ্রাম তীব্রতর করিতে হইবে।

ছাত্র সমাজ বুঝিতে পারিতেছেন যে, রেল ধর্ম্মঘটকে ভাঙিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে সামরিক যন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিল, ইহার পর হইতে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের প্রত্যেকটি গণসংগ্রামকে ভাঙিবার জন্য তাহা প্রয়োগ করা হইবে; ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের আঘাতে জনতার সংগ্রামী শিবিরকে বিধ্বস্ত করাই কংগ্রেসী সরকারের প্রধান কাজ হইবে। তাই এখন হইতে যেখানেই যখন জনতার যে কোন অংশের উপর সরকার সশস্ত্র পুলিশ লেলাইয়া দিবে, মিলিটারী অত্যাচার সুরু করিবে—তাহারই বিরুদ্ধে হাজার হাজার ছাত্রকে ছুটিয়া গিয়া সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রাচীরকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিতে হইবে।

এমনিভাবেই ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শেষ অধ্যায়ে—ধনিকশ্রেণীর হাত হইতে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে—ছাত্র শ্রমিকের আরও নিবিড়, আরও ব্যাপক এবং আরও সংগ্রামশীল ঐক্য গড়িয়া উঠিবে।

২৩শে মার্চ্চ
ছাত্র শোভাযাত্রার উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস

গত ২৩শে মার্চ্চ ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে ক'লকাতার বিভিন্ন স্কুল কলেজে আংশিক বা সম্পূর্ণ ধর্ম্মঘট প্রতিপালিত হয়। স্যোস্যালিষ্ট ও বি, পি, এস, সি ছাত্রদের দালালী এবং গুণ্ডাদের ধর্ম্মঘট ভাঙ্গার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রায় পাঁচ শ' ছাত্র জমায়েত হয়। সভায় মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের প্রত্যাহার স্কুল কলেজ ছাত্রদের বেতন হ্রাস এবং ছাত্রনেতা নৃপেন ব্যানার্জ্জির মুক্তি দাবীতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাশেষে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে শোভাযাত্রা বার করে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বৌবাজারের মোড়ে শোভাযাত্রা বাধা দান করে এবং লাঠি এবং টিয়ার গ্যাস চালায়। প্রত্যুত্তরে পথে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ছাত্ররাও প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী বাধাদান করে।

আজকের ছাত্রী আন্দোলন

(৪ এর পাতার পর)

ধর্ম্মঘটী মজুররা এসে পড়েন। সভার পর পরদিন আরও ব্যাপক প্রতিবাদ হ'বে এই আশ্বাস পেয়ে ছাত্রীরা সন্ধ্যায় ফিরে যান। জঙ্গী ছাত্রীদের এই অভিযানে সহরতলীতে বিরাট সাড়া পড়ে যায়।

কিছুদিন আগেই স্কুলের মাইনে বেড়ে যাওয়াতে দেড়শো ছাত্রী ছাত্রীসঙ্ঘের কাছে জানায়, স্কুলের দরজা তাদের কাছে বন্ধ হলো। ১৯শে ফেব্রুয়ারীর ডাকে তাই নৈহাটীর ছাত্রীরা সবার আগেই সাড়া দেয়। স্কুল গেটে পিকেটিং ভেঙ্গে ছাত্রীদের ঢোকাতে না পেরে স্কুল কমিটি সভ্য দুজন আর দুজন শিক্ষয়িত্রী সরাসরি পিকেটারদের মারতে সুরু করে। ১৬ জন ছাত্রী আহত হয়। তীব্র প্রতিবাদ জেগে ওঠে সারা নৈহাটী জুড়ে। সমস্ত স্কুল কলেজের ছাত্রদের সভায় সংগ্রাম পরিষদ তৈরী হয়। জনসভায় আর ছাত্র সভায় বিব্রত হয়ে কর্ত্তারা সহরে ১৪৪ ধারা জারী করলো। তবুও ১৪৪ ধারার পরোয়া না করে তিনশো ছাত্রছাত্রীর মিছিল পৌরসভার সভাপতিকে তাদের দাবী মানিয়ে নেয়। অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুজন ছাত্রী নেত্রীর নামে ওয়ারেণ্ট বেরোয়।

পর্দ্দা আর সমাজের বাধা ঠেলে পাকিস্তানের ছাত্রীরাও পা বাড়িয়েছেন। "কামারুন্নেসা স্কুল কলেজ তোলা চলবে না।" এই দাবী নিয়ে সেদিন ঢাকার সাতশো মুসলিম ছাত্রী মিছিল করে লিয়াকৎ আলি খানের কাছে গেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল আমিনের মেয়েও ছিলেন নেত্রীদের অন্যতমা। ফৌজ দিয়ে ৩।৪ ঘণ্টা ঘিরে রেখে, গুলি চালাবার ভয় দেখিয়েও তাদের হঠাতে পারে নি পাক-সরকার। কলকাতায় ছাত্র মিছিলের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে আলিগড় মুসলিম কলেজ আর স্কুলের ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিলে বেরিয়েছেন। মুসলিম সমাজ জাহান্নমে গেল—রব উঠলো চারদিকে! শাস্তি পেলো ১৩ জন হোষ্টেলের ছাত্রী। পরদিন থেকেই তাদের অনশন ধর্ম্মঘট সারা আলিগড়ের ছাত্রসমাজকে তাদের পাশে জমায়েত করলো। বিক্ষুব্ধ মিছিলের হাত থেকে ভাইস্ চ্যান্সেলার পালিয়ে বাঁচলেন পুলিশ জীপে। তার পরদিন অবশ্য যথারীতি, সার্চ্চ, ওয়ারেণ্ট জারী সুরু হয়ে গেল শহরে, ছাত্র নেতাদের সন্ধানে।

শিক্ষা সঙ্কোচনের সরকারী নীতির সবার প্রথম শিকার হচ্ছে ছাত্রীরা। স্কুল কলেজের মাইনে বাড়ছে, বাবার মুখে চিন্তার ছায়া, বাড়ীর তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে পড়ুয়া মাসে ৪০৲।৫০৲ টাকার ধাক্কা। আয়ে কুলোয় না সংসারের বাজেট কাটতে গিয়ে সবার আগে মেয়েটার পড়া বন্ধ হলো। আগে তাও বাবা-মা কোনরকমে মেয়ের বিয়ে দিয়ে পার পেতেন, এখন তো সে পথও বন্ধ। টাকা কই, উপায়ী ছেলেই বা কই? এদেশে লাখে একজন মেয়ে কলেজে শিক্ষার সুযোগ পায়, শতকরা তিনজন মেয়ে নাম সই টুকু শুধু করতে পারে, শ্রমিক কৃষক ঘরের মেয়েদের কথা তো ওঠেই না। গত পাঁচ বছরে অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ধাক্কায় যে সব মেয়েরা জীবিকা উপায়ের প্রয়োজনেই লেখাপড়া শিখবার সুযোগ আদায় করে নিয়েছিল, সরকারের "একচোখা" (অর্থাৎ শুধুমাত্র টাকা ওয়ালাদের জন্য) শিক্ষা নীতি তাদেরকে আবার 'হারেমে' পাঠিয়ে দেবার চক্রান্ত করছে।

প্যারীচরণ গার্লস স্কুলে রাজাজীর বক্তৃতা শুনে যে ছাত্রীরা মনের জ্বালায় বলেছিল, "সুগৃহিনী, সুমাতা হবার অনেক উপদেশ তো দিলেন, কিন্তু একবারও তো বললেন না যে সুগৃহ আজকের বাজারে কটা মিলবে দেশে? আর শুনতে চাই না; পড়াশোনা কি করে চালাবো, ভবিষ্যতে কি করে নিজের পায়ে দাঁড়াবো, এই প্রশ্নেরই জবাব চাই।" রাজাজী, পণ্ডিতজীরা সে প্রশ্নের যে জবাব দেবেন না, সে কথা মেয়েরা জানে, দুর্বিরভেরী আর চন্দনপিঁড়িতে যারা গর্ভবতী কৃষক বধূ আর ন' বছরের অহল্যাকে গুলি করে মারে, মালাবার আর হায়দ্রাবাদে যারা মেয়েদের গায়ের উপর ফৌজ লেলিয়ে দিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে, তাদের বক্তৃতার আসল মর্ম্ম মেয়েরা জীবন দিয়ে বুঝতে সুরু করেছে।

বুঝতে সুরু করেছে বলেই টনক নড়ে উঠেছে সরকারেরও। স্কুলে কলেজে সার্কুলার এসেছে সরকারী শিক্ষা বিভাগের, পোষ্টার লাগানো, চাঁদা তোলা, রাজনীতি প্রচার, সভা মিছিল বাইরের মেয়ে আসা—সব কিছুই বে-আইনী। জোহুকুম খয়ের খাঁ দল হুকুম তামিল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। শিক্ষা দপ্তর থেকে ধমক খেয়ে বেথুনের প্রিন্সিপ্যাল মেয়েদের শাস্তির ভয় দেখান। সিটির অমৃতবাবু ছাত্রী সঙ্ঘের কর্ম্মীকে কলেজ থেকে তাড়ানোর হুমকি দেন। কলকাতা ছাত্রী সঙ্ঘের পাঁচজন কর্ম্মী জেলে, বাকীদের সন্ধানে পুলিশ ঘুরছে। তবু পুলিশ আর প্রিন্সিপ্যালের ডাণ্ডায় যে ছাত্রীদের দমানো যাবে না বারবার তার প্রমাণ মেলে। ৮ই মার্চ্চ দক্ষিণ কলকাতার ছাত্রী শোভাযাত্রা থেকে ছাত্রী কর্ম্মীদের চুলের মুঠি ধরে ফিরিঙ্গী সার্জ্জেণ্টরা টেনে নেবার চেষ্টা করে, তখন একশো ছাত্রী পশুগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছিনিয়ে আনে। দেশবন্ধু স্কুলের সামনে ছাত্রী কর্ম্মীদের উপর গুণ্ডা, পুলিশ আক্রমণ করে, ছাত্রীরাও লাঠি কেড়ে নিয়ে তাড়া করে জবাব দেয়। ব্রেবোর্ণ কলেজে ২৩শে মার্চ্চ পূর্ণ ধর্ম্মঘট হয় বহুদিন বাদে।

নৈহাটি স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্রী মঞ্জু—৬ মাসের মাইনে বাকী স্কুলে। মাষ্টারের তাড়া খেয়ে বাপের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ে, ত্যক্তবিরক্ত কেরানী ভদ্রলোক মেয়ের পিঠের উপরই মনের ঝাল মেটাল। বলেন, "ঘরের কাজ কর।" কিন্তু ঘরের কাজ করেও যে সে পড়তে চায়। তাই বার বার ছুটে যায়, ক্লাসের মেয়েদের বই নিয়ে নাড়া চাড়া করে। একদিন মাষ্টারমশাই তার কাণ ধরে বার করে দিলেন ক্লাস থেকে। মাথায় রোখ চেপে যায় এইটুকু মেয়ের—সোজা ট্রেণে চেপে শিয়ালদায় এসে নামে। টিকিটহীন শিশু যাত্রিনীটিকে ঘিরে দু'একজন সদয় ভদ্র লোক প্রশ্ন করেন, 'কোথায় যাবে?' মঞ্জু তো কাউকে চেনেনা হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সিনেমায় নাকি ছোট মেয়েদেরকে নেয়। একজন মহিলা চিত্রশিল্পীর নাম করে বসে ঝোঁকের মাথায়! কিন্তু কোথাও ঠাঁই জোটেনা মেয়েটির। জলভরা চোখে আবার তাকে ফিরে আসতে হোলো অন্ধকার ঘরের কোণে—যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে বাবা, মার নিষ্করুণ হাতের মার আর দিনের পর দিন রান্না করা, বাসন মাজার এক ঘেয়ে জীবন। মঞ্জু বেশী কিছু চায়নি, শুধু লেখাপড়ার সুযোগ টুকুই চেয়েছিল।

কিন্তু চোখের জলে সুযোগ ভিক্ষা নয়, শক্তহাতে আদায় করে নেবার জন্যই লড়াই-এর পথ বেছে নিচ্ছে ছাত্রীরা যুঁজে ওঠা জনতার পাশে, ছাত্র সাথীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তারা নতুন জীবনকে জয় করবারই শপথ নেবে প্রতিটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

'আগামী'র কণ্ঠরোধের প্রতিবাদ করুন

পশ্চিম বাংলা সরকার গত ৩রা এপ্রিল ছাত্র-ফেডারেশনের মুখপত্র 'আগামী' পত্রিকার উপর আদেশ জারী করেছেন। ঐ আদেশে বলা হয়েছে 'আগামী' পত্রিকার মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদককে ৩০০০৲ টাকা এবং যে প্রেস থেকে 'আগামী' পত্রিকা ছাপা হয়েছে সেই প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষকে আরও ৩০০০৲ টাকা, মোট ৬০০০ টাকা জামানত স্বরূপ ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে জমা দিতে হবে। মাত্র দু'মাস আগে 'ছাত্র অভিযান' পত্রিকার ওপর প্রিসেন্সরসিপ আদেশ জারী করা হয়েছিল, 'ছাত্র অভিযানের' কণ্ঠরোধের জবাব দিতে দুর্জ্জয় আহ্বান জানিয়ে 'আগামী' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল ছাত্র জনতার সংগ্রামের বাণী বহন করে। জনতার অন্যান্য অংশের সঙ্গে সঙ্গে যারা ছাত্র সমাজকেও টুঁটি টিপে মারতে চায় স্বভাবতই সেই কংগ্রেসী সরকারের রোষদৃষ্টি 'আগামী' পত্রিকার ভাগ্যেও জুটেছে। প্রথমে প্রি-সেন্সরসিপ এবং পরে ৬০০০ টাকার জামানত দাবী করে 'আগামীর' কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হয়েছে। 'ছাত্র অভিযান' প্রকাশ বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানিয়ে দিয়েছিলাম 'ছাত্র অভিযানের' কণ্ঠস্বর অপরাজেয় কারণ তা ছাত্র জনতার সংগ্রামী মুখপত্র। শিক্ষা সংকোচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষুধার্ত্ত প্রাথমিক শিক্ষক আর লক্ষ লক্ষ রেলশ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়ে ছাত্রজনতাকে ব্যারিকেড সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে সেই বাণীকেই মূর্ত্ত করে তুলেছিল, 'আগামী'। আজ 'আগামীর' উপর এই আঘাত ছাত্র সমাজ সহ্য করে নেবে না। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে দিকে দিকে; সভায় শোভাযাত্রায় স্কুল কলেজের গেটে গেটে 'আগামীর' বাণীকে ছড়িয়ে দেবে সহস্রমুখে, অকৃপণ দানে পূর্ণ করে দেবে 'আগামী সংগ্রাম তহবিল'। বাংলার বিপ্লবী ছাত্রসমাজের ওপর এই অবিচলিত বিশ্বাস নিয়ে এপ্রিল মাসেই ১০০০ টাকার 'আগামী সংগ্রাম তহবিল' পূর্ণ করবার আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের কাছে।

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংবাদ

ঢাকা ৩রা মার্চ্চ—বেতন বৃদ্ধি, কোয়াটার প্রফিডেন্ট ফাণ্ড ও স্থায়ী গ্রেডের দাবীতে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ২৫০ জন নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারী ধর্মঘট করে। ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ৫ তারিখে ছাত্ররা সর্বসম্মতিক্রমে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে যতদিন পর্য্যন্ত না কর্ম্মচারীদের সমস্ত দাবী মেটান হয় ততদিন তারাও ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন। ৬ তারিখে কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও কর্ম্মচারীদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি দিয়ে নোটিশ জারী করে। ছাত্ররা এই জঘন্য নোটিশ প্রত্যাহারের দাবী নিয়ে কর্ম্মচারীদের সংগ্রামকে সাহায্য করে। তারপর ৯ তারিখে গুণ্ডা ও পুলিশ বেষ্টিত ভাইস চ্যান্সেলারের বাড়ী দখল করে। সে দিন পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। মুসলিম ছাত্র লীগের কয়েকজন দালালের শত অপচেষ্টা, পুলিশ আর ভাড়াটে গুণ্ডার কুৎসিত আক্রমণেও ছাত্র ও কর্ম্মচারীদের ঐক্যকে না ভাঙতে পেরে ১০ তারিখ ভাইসচ্যান্সেলার অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

১১ই মার্চ্চ থেকে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে ৫১ জন নিরাপত্তা বন্দী রাজবন্দীর সমস্ত সুযোগ সুবিধা অর্জনের আমরণ অনশন ধর্মঘটের সংকল্প নিয়েছেন, তখন ছাত্র ফেডারেশনও ডাক দিয়েছে এই দাবী আদায়ের সংগ্রামের পাশে দাঁড়াতে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কুল-কলেজে অবিরাম ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দেওয়ার দাবীতে সমস্ত জেলায় ছাত্র আন্দোলনের জোয়ার এসেছে। রংপুরে সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারের শিক্ষা সংকোচনের নীতির বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সমস্ত তর্জন গর্জ্জনকে স্তব্ধ করে মিছিল করেন। নারায়ণগঞ্জে ছাত্রীদের ওপর গুণ্ডরা আক্রমণ করল; সে দিন ছাত্রীদের আক্রমণে গুণ্ডরা পালাতে বাধ্য হল।

বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে অভিবাবকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। স্থানে স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ছাত্ররা প্রতিরোধ করছে। বরিশালের কয়েকটা স্কুলে ইতিমধ্যে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্র ফেডারেশন জেলা-ব্যাপী আন্দোলনের পরিকল্পনা নিয়েছে এবং ২রা এপ্রিল ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে 'শিক্ষা দিবস' পালন করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক ছাত্র বিতাড়ন

গত ৪টা এপ্রিল এ, পি, আই,-এর এক সংবাদে প্রকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীদের দাবীর সমর্থনে ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা করার অপরাধে ২৭ জন ছাত্র ছাত্রীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

ছয় জন ছাত্রকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র ফেডারেশনের নেতা সমীর কুমার বসু ও এ, মান্নান এবং ওলি আমেদ ও উমাপতি নাথ মিত্র। পূর্ব্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের কার্য্যকরী আহ্বায়ক আবদুল হামিদ-কেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ ছাড়া ১৫ জন ছাত্রকে তাদের নিজ নিজ হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ছাত্র ফেডারেশনের নেতা অরবিন্দ বসু (সহঃ সভাপতি,—ঢাকা হল ছাত্র ইউনিয়ন), এবং আবদুর রহমান চৌধুরী (সহঃ সভাপতি সলিমুল্লা মুসলিম হল ছাত্র ইউনিয়ন) এদের মধ্যে আছেন। ৫ জনকে ১৫৲ টাকা করে ফাইন করা হয়েছে, যাদের মধ্যে আছেন এম, এ ক্লাসের ছাত্রী মিস নাদিরা বেগম (ঢাকা হল ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদিকা ল' ক্লাসের ছাত্রী) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যা মিস বানুকে ১০ টাকা ফাইন করা হয়েছে। বহিষ্কৃত ছাত্ররা ছাড়া অন্য সকলকে ১৭ই এপ্রিলের মধ্যে ভদ্র ব্যবহারের (!) লিখিত মুচলেকা দিতে বলা হয়েছে।

ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে দুলালচন্দ্র দাস কর্তৃক ৮৪।১ এ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত ও কিরণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কুষ্টিয়া হইতে মুদ্রিত।